Vol. 9 | No. 1 | 1965

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ঢাকাই উপভাষা

Volume	9
Issue	1
Year	1965
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ আবদুল হাই
Published online	June 15, 1965
DOI	10.62328/sp.v9i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v9i1.3
Pages	25-38
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ঢাকাই উপভাষা

মুহম্মদ আবদুল হাই

১.১. ঢাকা সহরে বাংলা ভাষার প্রধানতঃ তিনটি উপভাষা প্রচলিত রয়েছে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড কলোকুয়াল বা চলিত কথ্যভাষা। ঢাকাই কুট্টিদের উপভাষা এবং ঢাকা এবং ঢাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রচলিত উপভাষা। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই সাধারণতঃ চলিত উপভাষাটি ব্যবহার করেন। একটি অপর ভাষার উচ্চারণে মাতৃভাষার কিছু না কিছু প্রভাব থাকে। স্থানীয় লোকেদের অনেকেরই চলিত কথ্যভাষার উচ্চারণেও তেমনি তাদের নিজস্ব উপভাষার ছাপ দেখা যায়। কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী চলিত কথ্যভাষাভাষী মোহাজেরদের যাঁরা ঢাকায় বাস করছেন তাঁদের উচ্চারণে এখনও কোনো বিকৃতি ঘটেনি।

১.২.১. ঢাকা সহরের আদি অধিবাসীদের একটি সতেজ ও বলিষ্ঠ উপভাষা আছে। স্থানীয় অধিবাসীদের এই শ্রেণীটিকে 'কুট্টি'নামে অভিহিত করা হয়। ঢাকার গাড়োয়ান, রিকশাওয়ালা ও রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি শ্রমজীবী সমাজই কুট্টি নামে পরিচিত; তাদের মুখের উপভাষাটিকেই বাংলা ভাষার একটি বিশেষ রূপ 'ঢাকাই কুট্টি উপভাষা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ উপভাষার অন্যান্য বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ধ্বনিগত একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাংলার প্রশস্ত দন্তমূলীয় 'চ' বর্গের ধ্বনিগুলোর কথ্যউপভাষার স্পর্শ এবং ঢাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের উষ্ম বা শিসজাত উচ্চারণের পরিবর্তে Affricate তথা ঘৃষ্ট উচ্চারণ।

১.২.২ ঢাকা জেলার এবং ঢাকা শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের মুখে বাংলাভাষার ধ্বনি, শব্দ ও পদ-গঠনের মধ্যে কিছুটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি।

এ-অঞ্চলের উপভাষাটি ধ্বনি ও গঠনগত দিক থেকে চলিত উপভাষার খুব নিকট-বর্তী হলেও এর পার্থক্যটুকুই একে একটি স্বতন্ত্র উপভাষার মর্যাদা দিয়েছে। চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, নোয়াখালি ও মৈমনসিংহের নিতান্ত আঞ্চলিক রূপের খুঁটি-নাটি বাদ দিলে বাংলার ঢাকাই উপভাষার রূপটিকে পূর্ববাংলার অন্যান্য উপভাষার ভিত্তি হিসেবে গন্য করা যেতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে ঢাকার এ-উপভাষাটিরই আলোচনা করছি।

১.৩. ধ্বনিতত্ত্ব

১.৩.১. স্বরধ্বনি :—

চলিত বা কথ্য বাংলার মূল স্বরধ্বনি বা Phoneme গুলোর সঙ্গে এ-উপভাষার স্বরধ্বনির কোনো পার্থক্য নেই। চলিত বাংলার মূল স্বরধ্বনি /ই/, /এ/, /এ্যা/ /আ/, /অ/, /ও/, /উ/ এ উপভাষাতেও রয়েছে। কেবল চলিত বাংলার /আ/ পরিবেশ ও সময় বিশেষে কখনও কখনও অধিকতর সম্মুখপ্রসৃত বা yotized রূপে উচ্চারিত হয়। তুলনীয় কথ্য বাংলায় /রাত/, শব্দের /আ/, আর ঢাকাই উপভাষার /রা˙ত/ শব্দের /আ˙/, তেমনি কথ্য /জাত/ এর /আ/ এবং ঢাকাই /জা˙ত/ এর /আ˙/

১.৩.২. ঢাকাই উপভাষায় তথা পূর্ব-পাকিস্তানের অধিকাংশ উপভাষাতেই পনিহিত /ই/ স্বরধ্বনিটির প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণতঃ নিম্নের ক্রিয়া ও বিশেষ্যপদে এই /ই/ ধ্বনির আগম হয় :—

পুরাঘটিত বর্তমান কালে যেমন— কইরছে, মাইরছে, বাঁইছে ইত্যাদি।

সাধারণ অতীত কালে যেমন — বইস্‌লো, মাইল্‌লো, কইরলো ইত্যাদি।

পুরাঘটিত অতীত কালে যেমন— খাইছিল, বইলছিল, নাইছিল ইত্যাদি।

/ইয়া/ এবং /ইতে/ প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ায় যেমন—কইরা, খাইয়া, বইলা, আইসতে, মাইরতে, বইলতে, কইরতে ইত্যাদি।

নিত্তবৃত্ত অতীত কালে যেমন—খাইতো, কইরতো, খাইতাম, কইরতাম ইত্যাদি।

সংযোগমূলক অসমাপিকা ক্রিয়ায় যেমন—বাইট্টা, কইরা, ফালাইয়া, দইরা (ধইরা) ইত্যাদি।

কর্মসূচনাজ্ঞাপক যৌগিক ক্রিয়াপদে যেমন—খাইবার লাগলো, মাইরবার লাগলো, পড়াইবার লাগলো ইত্যাদি।

ক্রিয়াবিশেষ্যে যেমন—চরাইবার লাইগ্যা, শুইবার লাইগ্যা এবং ছাইলা (ছাইল্যা), মাইয়া প্রভৃতি বিশেষ্য পদে।

১.৩.৩. চলিত কথ্যবাংলায় মূল স্বরধ্বনির সব কয়টিরই স্বতন্ত্র অনুনাসিক রূপ রয়েছে এবং একই স্বরধ্বনির মৌখিক ও অনুনাসিক রূপ স্বতন্ত্র অর্থ-বোধক দুইটি স্বতন্ত্র শব্দ সৃষ্টি করে, যেমন—কাদা এবং কাঁদা, চাচা এবং চাঁচা, কাচা এবং কাঁচা, বাচা এবং বাঁচা, কুড়ি এবং কুঁড়ি, গদ এবং গঁদ ইত্যাদি। ঢাকাই উপভাষায় এ ধরনের স্বতন্ত্র অনুনাসিক স্বরধ্বনির ব্যবহার নেই। এ-উপ-ভাষাতে স্বতন্ত্র অর্থ বোধক অনুনাসিক স্বরধ্বনি হয় ব্যবহৃত হয় না, না হয় শব্দের বিবর্তনে পূর্ববর্তী স্তরের নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনিটিই রক্ষিত হয়, যেমন চলিত বাংলায় /ক্রন্দন/থেকে যেখানে /কাঁদা/ ব্যবহৃত হয়, এ-উপভাষায় সেখানে চলে /কান্দা/ ; তেমনি চন্দ্র থেকে এ উপভাষায় হয় /চান্দ/, না হয় /চাঁদ/ ব্যবহৃত হয়, সেরকম ফান্দ, বান্ধ, রান্ধা, চাচর, খাটি প্রভৃতি শব্দ লক্ষযোগ্য।

১.৩.৪. স্বরধ্বনির অবস্থান (distribution):

	শব্দের আদিতে	শব্দের মধ্যে	শব্দের শেষে
/ই/	/ইটা/	/ঘাইস/	/করি/
/এ/	/এই/	(বেডি) স্ত্রীলোক অর্থে	কর্তৃকারকের এক বচনে দু একটি শব্দে ছাড়া শব্দ শেষে /এ/র ব্যবহার নেই
/এ্যা/ /আ'/	/এ্যাক/	/ত্যাহা/	/খেলা/, /খ্যালা'/
/আ/	/আমি/	/দান/	/মা/
/অ/	/অহনে/ (অ) 'এখন' অর্থে	/অহনে/ (অ)	/হ/ (অ) 'হাঁ' অর্থে
	/অগা/ 'বোকা' অর্থে		/ব/ 'বসো' অর্থে
/ও/	/ওযা/	/মোক/ 'মুখ' অর্থে	
		/বোক/ 'ক্ষুধা' অর্থে	×
/উ/	/উডি/	/মুনি/	/মামু/
	/উনে/	/বুরি/	

১.৩.৫. অর্ধস্বরধ্বনি ঃ— চলিত উপভাষার /ই̯/, /উ̯/, /এ̯/, /ও̯/ চারটি অর্ধস্বর ধ্বনিই এ উপভাষায় ব্যবহৃত হয়। এ অর্ধস্বরধ্বনি কয়টি উপভাষানির্বিশেষে দ্বৈতস্বরধ্বনি (diphthong)র শেষ উপাদান হিসেবে শব্দের শেষে ব্যবহৃত হয়। এ-উপভাষায় নিম্নের দ্বৈতস্বরধ্বনি গুলোর ব্যবহার রয়েছে ঃ—

/এই̯/	যেমন	/দেই/	/অয়̯/,	যেমন	/যয়̯/, /নয়̯/
/ওই̯/	”	/বই̯/	/ওয়̯/	”	/হোয়̯/ 'শোয়̯' অর্থে
/আই̯/	”	/নাই̯/	/আয়̯/	”	/যায়̯/
/উই̯/	”	/দুই/	/এ্যায়/	”	/দ্যায়̯/
/আও/	”	/নাও̯/	/এউ̯/	”	/দেউ̯রি/
/অও̯/	”	/বও/	/ওউ̯/	”	/বউ/
/এ্যাও̯/	”	/দ্যাও̯/	/আউ̯/	”	/যাউ̯/

১.৩.৬. ব্যঞ্জন ধ্বনি ঃ—

১.৩.৬.১. চলিত উপভাষার তুলনায় ঢাকাই উপভাষায় ব্যঞ্জন ধ্বনির কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। এ-উপভাষায় মহাপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্টধ্বনি /ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ,/ এর ব্যবহার নেই। এ উপভাষায় অঞ্চল বিশেষে সামান্যতম মহাপ্রাণতাগুণসহ বিপরীত স্পর্শ (Imptosive) জাতীয় /'গ', /'জ', /'ড', /'দ/, /'ব/, ধরনের এক রকম ধ্বনি শুনা যায়। এবং ক্ষেত্রবিশেষে এই মহাপ্রাণতালুপ্ত বিপরীত ঘোষ স্পর্শধ্বনিগুলো তাদের স্বল্পপ্রাণ ঘোষ স্পর্শ প্রতিরূপের সঙ্গে তুলনায় নতুন অর্থবোধক স্বতন্ত্র শব্দও সৃষ্টি করে যেমন—,

তুলনীয় /'বাত/='ভাত' অর্থে ও /বাত/ এজাতীয় রোগঅর্থে।
/'দান/='ধান' অর্থে ও /দান/ 'দান' অর্থে।
/'ডাকা/='ঢাকা'অর্থে ও /ডাকা/ ; /'গ/='ঘা'অর্থে ও /গা/=শরীর।

কেহ কেহ মনে করেন মহাপ্রাণতালুপ্ত বিপরীতস্পর্শ ঘোষধ্বনিগুলো তাদের ঘোষস্পর্শ প্রতিরূপ ধ্বনির সঙ্গে তুলনায় স্বতন্ত্র অর্থবোধক নতুন শব্দ সৃষ্টি করলে তাদের উচ্চারণে tone তথা মীড়েরও তারতম্য দেখা যায়। মহাপ্রাণতা লুপ্ত বিপরীত স্পর্শধ্বনি অনুদাত্ত (low) মীড় থেকে নিম্নগামী

হয়, আর তাদের প্রতিরূপ স্বল্পপ্রাণ ঘোষ ধ্বনিগুলি স্বরিত মীড় (midtone) থেকে উচ্চারিত হয়। তুলনীয় :

/'দান/ (ধান অর্থে) এবং /দান/

/'বাত/ (ভাভ অর্থে) /বাত/ এবং (রোগঅর্থে)

১.৩.৬২. চলিত বাংলার চ-বর্গীয় তথা প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্পৃষ্ট (Palato alveolar plosive sounds) /চ/. /ছ/ /জ/ এবং /ঝ/ ধ্বনিগুলো এ-উপভাষায় নেই, এমনকি কুট্টি উপভাষার ঘৃষ্টব্যঞ্জন ধ্বনি (Affricate consonant) ইংরেজী church শব্দের 'চ' ধ্বনির মত ধ্বনিও এখানে নেই। চলিত বাংলার প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্পৃষ্ট ধ্বনিগুলো এখানে প্রায় দন্তমূলীয় ঘর্ষণজাত উচ্চরণ লাভ করে যেমন—

চলিত /চাচা/ ঢাকাই /সাসা/; চলিত /মাছ/ ঢাকাই /মাস/; চলিত /ছাই/ ঢাকাই /সাই/; চলিত /মিছা কথা/ ঢাকাই /মিসা কতা/ চলিত /জানা/ ঢাকাই /যানা/ ইত্যাদি। তবে শব্দের মাঝখানে দ্বিত্বলাভ করলে ঘর্ষণজাত ও স্পৃষ্ট ধ্বনির মাঝামাঝি একরকম উচ্চারণও শোনা যায় যেমন চলিত /বাচ্চাকাচ্চা/ ঢাকাই/বাস্‌সাকাস্‌সা/ ইত্যাদি।

১.৩.৬.৩. দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ঘোষ স্বল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ তাড়নজাত /ড়/ ও /ঢ়/ ধ্বনি ঢাকাই উপভাষায় নেই। এ-ধ্বনি দুটির জায়গায় /র/ ব্যবহৃত হয়। শিক্ষিত লোকেদের মুখে মাঝে মাঝে /র/ ও /ড়/ দুটিই শোনা যায়।

১.৩.৬.৪. চলিত অঘোষ মহাপ্রাণ ওষ্ঠ্য স্পৃষ্ট ধ্বনি /ফ/ ঢাকাই উপভাষায় ঘর্ষণজাত উচ্চারণ লাভ করে। সময় বিশেষে চলিত /ফ/ ও ঢাকাই /ফ/এ গোলমাল বাধে। তেমন হ'লে ব্যক্তিবিশেষের মুখে দুটোই শোনা যায়।

১.৩.৬.৫. ধ্বনির অবস্থান বা ব্যবহারে চলিত উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় ঢাকাই উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিতে অনেক পার্থক্য লক্ষ করা যায়, যেমন—

স্পৃষ্ট ধ্বনি: পশ্চাত্তালুজাত:

শব্দের শুরুতে		শব্দমধ্যে	শব্দশেষে
/ক/	/কলম/	×	×

শব্দের মধ্যে দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে কিংবা আন্তঃস্বরীয় দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটি হলে /ক/ হয় ঘর্ষণজাত /খ/এ পরিণত হয়, না হয় /গ/ এ পরিণত হয়। অন্যথায় /হ/ হয়ে যায়। যেমন—

চলিত /ঠকানো/ ঢাকাই /ঠগানো/ ; চলিত /সকল/ ঢাকাই / হগল/ ; চলিত /ঢাকনি/ ঢাকাই /'ডাখ্‌নি/ = (Daxni) ; চলিত /শুকনো/ ঢাকাই /হুগ্‌না/, চলিত /চিকন/ ঢাকাই /চিহুন/ ; চলিত /টাকা/ ঢাকাই /ট্যাহা/ কিন্তু শব্দমধ্যে /ক/ দ্বিত্ব লাভ করলে এ উপভাষাতেও তার স্পর্শত্ব যথাযথ রক্ষিত হয়, যেমন— /আক্কল/, চক্র > /সক্কর/, /ধাক্কা/ > /দাক্কা/ ইত্যাদি।

শব্দশেষে /ক/ ঘর্ষণজাত /খ/ হিসেবে উচ্চারিত হয় যেমন /বুক/ > /বোখ/, /নাক/ > /নাখ/ অথবা ক্ষেত্রবিশেষে /গ/এ পরিণত হয় যেমন /শাক/ > /হাগ/ ইত্যাদি।

/খ/

শব্দের শুরুতে যথাযথ উচ্চারিত হয়, যেমন /খাট/, /খালা/ ইত্যাদি। শব্দ মধ্যবর্তী দুই স্বরধ্বনির মাঝে এবং শব্দশেষে /খ/ এর ব্যবহার নেই। দুই স্বরধ্বনির মধ্যে /খ/, /হ/য়ে পরিণত হয়, যেমন—

/যখন/ > /যহন/ ; /এখন/ > /এ্যাহন/ ; /লেখা/ > /ল্যাহা/ ; /মাখন/ > /মাহন/ দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী পাশাপাশি দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটি /খ/ হলে কোনো কোনো সময়ে তার ঘর্ষণজাত উচ্চারণ হয়, যেমনা /পাখনা/ > /পাখনা/ কিন্তু এ-পরিবেশে দ্বিতীয় ব্যঞ্জনধ্বনিটি /খ/ হলে চলিত বাংলার মতো তার স্পষ্ট উচ্চারণ রক্ষিত হয় যেমন /পাংখা/।

/গ/

শব্দের শুরুতে, মধ্যে এবং শেষে সর্বত্রই /গ/ যথাযথ রক্ষিত হয়েছে। যেমন— /গান/, /দাগি/, /রুগি/, /হগল/, /ঠগ/, /দাগ/ ইত্যাদি।

ট-বর্গীয় দন্তমূলীয় মূর্ধন্য ধ্বনি :

	শব্দের আদিতে	মধ্যে	শেষে
/ট/	/ট্যাহা/	×	/পাট/
/ঠ/	/ঠ্যাং/	×	×
/ড/	/ডাব/	/মাডা/	
	/ডাহা/	/কাডল/	×
		/ডাণ্ডা/	
		/ফাড্ডা/	

দুই স্বরধ্বনির মধ্যে কখনো কখনো /ট/ ও /ড/ দুটোই ব্যবহৃত হয়, যেমন— /মটর/ ও /মডর/ অবশ্য এপরিবেশে সচরাচর /ড/ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

দুই স্বরধ্বনির মধ্যে /ঠ/ ও /ড/ হয় যেমন

/কঠিন/>/কডিন/, /গঠন/>/গডন/, /পটল/>/পডল/, /চিঠি/> /চিডি/, /পিঠ/ > /পিডা/ ইত্যাদি। শব্দ মধ্যে দুই স্বরধ্বনির অন্তর্বর্তী পর্যায়ে অক্ষরের (syllable) শেষ কিংবা প্রথম ধ্বনিহিসেবে, এবং দ্বিত্ব লাভ করলে ঢাকাই উপভাষায় /ট/ রক্ষিত হয়েছে, যেমন /টাট্কা/, /মুট্কি/, /টুকটাক/, /আটটা/ ইত্যাদি।

ত-বর্গীয় দন্ত্য স্পৃষ্টধ্বনি :—

	শব্দের শুরুতে	মধ্যে	শেষে
/ত/	/তাল/	/পাতা/	/'বাত/
	/ত্যানা/	/সুতা/	
		/মাতা/	/হাত/ /হাত/
		/কতা/	
/থ/	/থাল/	×	×
	/থাক/		
/দ/	/দাদা/	/মদু/	/দুদ/
	/দুই/	/যদু/	/বুইদ/

আন্তঃস্বরীয় ও শব্দশেষের /থ/ পরিবর্তিত হয় /ত/এ ; আন্তঃস্বরীয় /থ/ কচিৎ কথনো /থ/ও/ত/ এ-দুই রূপেই ব্যবহৃত হয়, যেমন /ব্যথা/ ও /ব্যতা/।

প-বর্গীয় ওষ্ঠ্য স্পৃষ্টধ্বনি :

/প/	/পানি/	×	/পাপ/
/ব/	/বাই/='ভাই' অর্থে		
	/বর/='বড়ো' অর্থে /বাবা/		/লাব/='লাভ'অর্থে
			/সব/

আন্তঃস্বরীয় /প/ পরিণত হয় ঘর্ষণজাত ওষ্ঠ্য /ফ/ ধ্বনিতে, যেমন,

/টুফি/='টুপি' অর্থে, /দোফর/='দুপুর' অর্থে, /কাফে/ 'কাঁপে' অর্থে। শব্দশেষে এই /ফ/ ও /প/ দুটোই দেখা যায়, যেমন /পাপ/ও/পাফ/ ; /হাফ/='সাপ' অর্থে, /থাফ/ ='থাপ' অর্থে।

ঘর্ষণজাত ধ্বনি :

ওষ্ঠ্য :—

/ফ/	/ফল/	/মাফা/='মাপা' অর্থে	/পাফ/='পাপ' অর্থে
	/ফোডা/='ফোড়া অর্থে	/পাফি/='পাপী' অর্থে	

অগ্রদন্ত মূলীয় :—

অঘোষ /স/

/সাই/='ছাই' অর্থে /মাসি/='মাছি' অর্থে /মাস/='মাছ' অর্থে
/সারি/='শাড়ি অর্থে /মিসা/='মিছা' অর্থে।

দন্তমূলীয় :—

ঘোষ /য/=z /যাম/='জাম' অর্থে /তাযা/='তাজা' অর্থে /মায/='মাঝ' অর্থে
/যর/='জর' অর্থে /বুযা/='বুঝা' অর্থে /আয/='আজ' অর্থে
/যান/='জানা' অর্থে
/যাই/= যেমন আমি যাই' zai

চলিত বাংলার /জ/ ও /ঝ/ এর পরিবর্তে ঢাকাই উপভাষায় এই /য=z/ ধ্বনি ব্যবহৃত হয়। শব্দ মধ্যে আন্তঃস্বরীয় পর্যায়ে প্রশস্ত দন্তমূলীয় এই ধ্বনিটি দ্বিত্ব লাভ করলে সাধারণতঃ /জ্জ/ রূপে উচ্চারিত হয় তবে /য/ রূপেও উচ্চারিত হ'তে শোনা যায়। উদাহরণ /বুজ্জেন/ = 'বুঝেছেন' অর্থে, /যাজ্জ্বলিমান/ = 'জাজ্জ্বল্যমান' অর্থে।

অঘোষ /শ/

পশ্চাৎ-দন্তমূলীয়	/শেরা/ = 'সেরা' অর্থে	/মশা/	/মাশ/ = 'মাস' অর্থে
	/হাশা/ = 'হাসা' অর্থে		/রশ/ = 'রস' অর্থে
			/আশ/ = হাঁস অর্থে

তবে /শ/ ধ্বনিটি প্রায়ই /হ/ হয়ে যায়, যেমন, /হাগ/ = 'শাক' অর্থে, /হউন/ = 'শকুন' অর্থে, /হতিন/ = 'সতীন' অর্থে, /হালা/ = 'শালা' (শ্যালক) অর্থে।

শব্দের শুরুতে এবং মধ্যে আন্তঃস্বরীয় পর্যায়ে /হ/ ব্যবহৃত হয়, যেমন /হাত/ 'সাত' অর্থে, /হদ্দর/ = 'সোদর' অর্থে। '/মাহু/' = 'মাকু' অর্থে। এই /হ/ সাধারণতঃ /শ/ এর পরিবর্তনজাত। শব্দের মূলধ্বনি /হ/ প্রায়ই লুপ্ত হয় যেমন /আত/ = 'হাত' আর্থে। /অয়/ = 'হয়' অর্থে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লুপ্ত /হ/এর স্থানে আন্তঃস্বরযন্ত্রীয় স্পৃষ্টধ্বনি (glottal stop)র মতো একটি ধ্বনির যেমন— /ʔআত/ = 'হাত' আর্থে, /ʔআড্ডি/ = 'হাড্ডি' অর্থে; /ʔআওর/ = 'হাওর' অর্থে। /ডাʔউক/ = 'ডাহুক' অর্থে। আন্তঃস্বরযন্ত্রীয় স্পৃষ্টধ্বনি /ʔ/ এবং লুপ্ত /হ/জাত স্বরধ্বনি অনেক ক্ষেত্রে দুটোই free variant হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব অনুসারে /শ/ এর /হ/ য়ে পরিবর্তন এবং তারপরে /হ/ লোপের ফলে দ্বিধ্বনি-পরিবর্তনের (Double sound change) দৃষ্টান্তও এ-উপভাষায় বিরল নয়, যেমন— /বসা/ > /বহা/ > বওয়া।

তরল ধ্বনি ঃ

/র/ এবং /ল/ শব্দের গোড়াতে, মধ্যে এবং শেষে সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়, যেমন—/রাযা/ = 'রাজা' অর্থে, /মারা/, /যর/ = 'জ্বর' অর্থে। /লাউ/, /পোলা/ = 'ছেলে' অর্থে, /কালা/, /ঝাল/ = 'ঝাল' অর্থে, /ফল/। এ উপভাষাতে /র/ও /ল/ এর ব্যবহার চলিত উপভাষার মতোই।

নাসিক্য ধ্বনি ঃ

/ম/ এবং /ন/ এর ব্যবহারও এ-উপভাষায় চলিত উপভাষার মতো। /ম/ ও /ন/ শব্দের সর্বত্র ব্যবহৃত হয় যেমন /মাতা/, /নামা/, /নাম/ ; /নানা/ /পান/ ইত্যাদি। কিন্তু /ঙ/ ব্যবহৃত হয় কেবলমাত্র শব্দের শেষে এবং শব্দ মধ্যে দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে ব্যবহৃত পাশাপাশি দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনি হিসেবে। চলিত বাংলার আন্তঃস্বরীয় স্বরধ্বনির মাঝখানে /ঙ/ এর ব্যবহার এ উপভাষায় নেই। যেমন— /রঙ্/, /যঙ্কার/ ='ঝঙ্কার' অর্থে, /মাঙ্গা/ ='মহার্ঘ' অর্থে, /বাঙ্গালী/ কিন্তু চলিত বাংলার 'বাঙালী' নয়।

১. ৪. ১. রূপতত্ত্ব

১. ৪ ১. সর্বনাম ঃ—

ঢাকাই উপভাষা তথা পূর্ব-বাংলার বহু উপভাষাতেই প্রাণীবাচক সর্বনামের প্রথম পুরুষে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের রূপভেদ লক্ষ করা যায়। তবে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক একবচন ও বহুবচনের রূপগুলি /তায়, তায়রা, হাতায়, হাতায়রা/ কতকগুলি নির্দিষ্ট ও সংকীর্ণ সমাজ পরিবেশেই ব্যবহৃত হয়—সাধারণ ও বহুল ব্যবহার এগুলোর নেই।

সর্বনামের রূপ ঃ—

কারক	পুরুষ	একবচন	বহুবচন
কর্তৃকারক	উত্তম	/আমি/	/আমরা/
	মধ্যম	/তুমি/	/তোমরা/
		/তুই/	/তরা/
		/আফনে/	/আফনেরা/
		/আমনে/	/আমনেরা/
কর্তৃকারক	প্রথম	/হায়/ = 'সে' (পুং)	/হারা/ = 'তারা' (পুং)
		/তায়/ = 'সে' (স্ত্রী)	/তায়রা/ = 'তারা' (স্ত্রী)
		/তে, তানি/ = 'সে' (পুং)	/তারা, তানিরা/ = 'তারা' (পুং)
		/হাতায়, হ্যাতায়/ 'সে' (স্ত্রী)	/হাতায়রা, হ্যাতায়রা/ = 'তারা' (স্ত্রী)

কারক	পুরুষ	একবচন	বহুবচন
কর্ম ও সম্প্রদান	উত্তম	/আমারে/ = 'আমাকে'	/আমাগো, আমগো, আঙ্গো/ = 'আমাদিগকে'
	মধ্যম	/তোমারে/ = 'তোমাকে'	/তোমাগো, তোমগো, তোঙ্গো/ = 'তোমাদিগকে'
		/তোরে/	/তোগো/
		/আফনারে, আমনেরে/	/আফনেগো, আমনেগো/
	তৃতীয়	/হ্যারে/ = 'তাকে' (পুং)	/হ্যাগো/ = 'তাদিগকে' (পুং)
		/তায়রে/ = 'তাকে' (স্ত্রী)	/তায়গো/ = 'তাদিগকে' (স্ত্রী)
		/তারে, তানিরে/ (পুং)	/তাগো, তানিগো/ (পুং)
		/হাতায়রে, হ্যাতায়রে/ (স্ত্রীং)	/হাতায়গো, হ্যাতায়গো/ (স্ত্রী)
সম্বন্ধ	উত্তম	/আমারে/ = 'আমার'	/আমাগো, আঙ্গো/ = 'আমাদের'
	মধ্যম	/তোমার/	/তোমাগো, তোমগো, তোঙ্গো/ = 'তোমাদের'
		/তর/	/তগো/
		/আফ্‌নের, আম্‌নের/ = 'আপনার'	/আফ্‌নেগ, আম্‌নেগ/ = 'আপনাদের'
	তৃতীয়	/হ্যার/ = 'তার' (পুং)	/হ্যাগ/ = 'তাদের' (পুং)
		/তাইর/ = 'তার' (স্ত্রী)	/তায়গ/ = 'তাদের' (স্ত্রী)
		/তার, তানির/ = তাঁর/ (পুং)	/ভাগ, তাঙ্গ/ = 'তাঁদের' (স্ত্রী)
		/হাতাইর, হ্যাতাইর/ = 'তার' (স্ত্রী)	/হাতাইগ, হ্যাতাইগ/ = 'তাদের' (স্ত্রী)
করণ	উত্তম	/আমারে দা/ = 'আমাদ্বারা'	/আমাগো দা/ = 'আমাদের দ্বারা'
		/তোমারে দা/ = তোমাদ্বারা	/তোমাগো দা/ = 'তোমাদের দ্বারা'
		/তোরে দা/ = 'তোরদারা'	/তগো দা/ = 'তোদের দ্বারা'
		/আফনারে দা, আমনেরে দা/ = 'আপনার দ্বারা	/আফনেগো দা, আম্‌নেগো দা/ = 'আপনাদের দ্বারা'

কারক	পুরুষ	একবচন	বহুবচন
	প্রথম	/হ্যারেদা/='তারদ্বারা' (পুং)	/হ্যাগো দা/='তাদের দ্বারা' (পুং)
		/ওনারেদা, তানরে দা/= 'তাঁরদারা' (পুং)	/তাঙ্গ দা, আঙ্গ দা/'তাঁদের দ্বারা' (পুং)
		/হ্যাতায়রে দা, হাতায়রে দা/= 'তার দ্বারা' (স্ত্রী)	/হ্যাতায়গো দা, হাতায়গো দা/= 'তাদের দ্বারা' (স্ত্রী)
অপাদান	উত্তম	/আমাতে, আমারতে/= 'আমা থেকে'	/আমাগোতে/'আমাদের থেকে'
	মধ্যম	/তোমাত, তোমারতে/= 'তোমা থেকে'	/তোমাগোতে/='তোমাদিগ থেকে'
		/তোত্তে/='তোর থেকে'	/তগোত্তে/='তোদের থেকে'
		/ওনাতে/='আপনার থেকে'	/তঙ্গতে/='আপনাদিগ থেকে'
	প্রথম	/হ্যাত্তে/='তাথেকে'	/হেগত্তে/='তাদের থেকে'
		/ওনাত্তে/='তাঁর থেকে'	/তাঙ্গোত্তে/='তাঁদের থেকে'

১.৪.২. ক্রিয়াপদ :

√কর ধাতু

বর্তমান কাল

	সাধারণ (Indefinite)	ঘটমান (Continuous)	পুরাঘটিত (Perfect)
উত্তমপুরুষ	/করি/	/করতাসি/='করছি'	/করসি/='করেছি'
মধ্যমপুরুষ	/করো/	/করতাসো/='করছো'	/করসো/='করেছো'
	/করস্/=কর্	/করতাসত্/='করছিস'	/করসত্/='করেছিস'
	/করেন/	/করতাসেন/='করতেছেন'	/করসেন/='করছেন'
প্রথম পুরুষ	/করে/	/করতাসে/	/করসে/

অতীত কাল

উত্তম পুরুষ	/করলাম/	/করতাসিলাম/= 'করতেছিলাম'	/করসিলাম/= 'করেছিলাম'

	সাধারণ (Indefinite)	ঘটনা (Continuous)	পুরাঘটিত (Perfect)
মধ্যম পুরুষ	/করলা/	/করতাসিলা/='করছিলে'	/করসিলা/='করেছিলে'
	/করলি/	/করতাসিলি/='করছিলি'	/করসিলি/= 'করেসিলি'
	/করলেন/	/করতাসিলেন/ 'করছিলেন'	/করসিলেন/= 'করেছিলেন'
প্রথম পুরুষ	/করলো/	/করতাসিল/='করতেছিল'	/করসিল/='করেছিল'

পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত
Habitual past

উত্তম পুরুষ	/করতাম/='করিতাম'
মধ্যম পুরুষ	/করতা/='করিতে'
	/করতি/='কোরতি'
	/করতেন/='কোরতেন'
প্রথম পুরুষ	/করত/='কোরতো'

ভবিষ্যৎ কাল

	সাধারণ	নিত্যবৃত্ত (Continuous)	পুরাঘটিত (Perfect)
উমত্ত পুরুষ	/করমু/	/করতে থাকমু/	/কইরা থাকমু/
মধ্যম পুরুষ	/করবা/	/করতে থাকবা/	/কইরা থাকবা/
	/করবি/	/করতে থাকবি/	/কইরাথাবি, থাকবি/
	/করবেন/	/করতে থাকবেন/	/কইরা থাকবেন/
প্রথম পুরুষ	/করবো/	/কইরা থাইবো/ /করতে থাকবো/	/কইরা থাকবো/

বর্তমান অনুজ্ঞা

মধ্যম পুরুষ /কর/

/কর্/

/করেন/

/করক/

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা

মধ্যম পুরুষ	/কইরো/
	/করিস/
	/কইরেন/
প্রথম পুরুষ	/করে যান,/
	/কইরা রাহে য্যান/

ঢাকাই উপভাষার নমুনা

১.৫.১. তুলনার সুবিধার্থে প্রথমে চলিত উপভাষায় এবং পরে ঢাকাই উপভাষায় এক বোকা জামাইয়ের গল্পের কিয়দংশ মুদ্রিত করা গেল।

চঃ উঃ —এক ব্রাহ্মণের এক বেটা ছেলে ছিল।

ঢাঃ উঃ—এ্যাক বাম্‌ন্যার এ্যাক পোলা আসিল।

চঃ উঃ —ছেলেটি লেখা পড়া কিছু না জানায় বহু কষ্টে তাকে বিয়ে করানো গিয়েছিল।

ঢাঃ উঃ—পোলাতায় ল্যাহাফরা কিসু না যাননে বহুত কষ্টে হ্যারে বিয়া করান 'অইল।

চঃ উঃ —বিয়ের দিন কয় পরে তার শ্বশুর বাড়ীতে তার নিমন্ত্রন্ন হলো।

ঢাঃ উঃ—বিয়ার কয় দিন বাদে হ্যার হউর বারিত হ্যার নিমন্তন অইলো।

চঃ উঃ —নিমন্ত্রন্নে যাবার সময় তার মা বল্ল যে বাবা একটা পয়সা নে।

ঢাঃ উঃ—নিমন্তনো যাইতে হ্যার মায়ে কইলো যে ও বাবা একটা পয়সা নে।

চঃ উঃ —পয়সাটি দিয়ে পথে কিছু কিনে খাস আর শ্বশুর বাড়ীতে সকলের উপরে বসে মিষ্টি মুখে কোকিলের স্বরে কথা ক'স।

ঢাঃ উঃ—পয়সাডা দিয়া পত কিছু কিন্না খাইস্ আর হউর বারিত হগলতের উফর্‌যা বইয়্যা মিডামোকে কুইলির স্বরে কতা কইস।